প্রথম আলো

4 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মঙ্গলবার ছাত্রশিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। পুলিশের সামনেই তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে প্রায় অর্ধশত গুলি ছুড়েছেন। ফাইল ছবি

পুলিশের সামনেই অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি, তবু গ্রেপ্তার নেই

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মঙ্গলবার ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করেছেন। পুলিশের সামনেই তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে প্রায় অর্ধশত গুলি ছুড়েছেন। তবে পুলিশ তাঁদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি—এ প্রশ্নের উত্তরে রাজশাহী মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুজ্জামান বলেন, 'আমাদের অভিযান ও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমার বিশ্বাস, তারা আইনের আওতায় আসবে।'

উপাচার্য এম আবদুস সোবহান বলেছেন, 'ঘটনার সঙ্গে যে-ই জড়িত হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেবে। এ জন্য সময়ের প্রয়োজন।'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অস্ত্র হাতে যাঁরা হামলার সম্মুখভাগে ছিলেন, তাঁরা ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের বিতর্কিত নেতা। নিজ দলের কর্মী হত্যা থেকে শুরু করে ডাকাতি মামলা পর্যন্ত রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এঁদের একজন অছাত্র। সংঘর্ষের সময় ছাত্রশিবিরের এক কর্মীর হাতে পাইপগান দেখা গেছে। তবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। যাঁরা অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি ছুড়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রলীগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

● সম্পাদকীয় : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকযুদ্ধ : পৃষ্ঠা-১২

পুলিশের সামনেই অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি, তবু গ্রেপ্তার নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শাখার বহিষ্কৃত সহসভাপতি আখেরুজ্জামান ওরফে তাকিম, বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন ওরফে তুহিন, উপপাঠাগার সম্পাদক নাসিম আহমেদ সেতু ও উপদপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান। বহিষ্কৃত হওয়ার পরও ওই দুজন ছাত্রলীগের সব কর্মকাণ্ডে নিয়মিত যুক্ত রয়েছেন।

তাঁদের গুলি ছোড়ার ছবি গতকাল পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। ছবিতে আখেরুজ্জামানকে পিস্তল হাতে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে। সংঘর্ষের একপর্যায়ে আহত হলে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, তাঁর পুরো নাম এ কে এম তৌহিদ আলম আখেরুজ্জামান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আখেরুজ্জামান তাকিম নামে পরিচিত। আখেরুজ্জামান ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। রোল নম্বর ০৮০৯০১২১। ক্লাসে উপস্থিত না থাকায় তিনি প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাননি। পরের বছর ২০০৯ সালেও তিনি প্রথম বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণ করেননি, ২০১০ সালেও করেননি। ফলে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে যায়। ছাত্রত্ব না থাকলেও গত জুনে গঠিত ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে তিনি সহসভাপতির পদ পান।

গত ১৫ জুলাই রাতে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কর্মী আবদুল্লাহ আল হাসান ওরফে সোহেল রানা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। অভিযোগ আছে, এ ঘটনার সূত্রপাত করেন আখেরুজ্জামান ও সাংগঠনিক সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন। এ ঘটনার পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁদের দুজনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়। মঙ্গলবারের সংঘর্ষ চলাকালে এর পুরোভাগে পিস্তল ও একটি ধারালো অস্ত্র হাতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তৌহিদ আল হোসেন। সোহেল হত্যা মামলার আসামি তিনি। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে আগেই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। গত বছরের ২১ আগস্ট রাজশাহী নগরের পদ্মা আবাসিক এলাকার একটি বাড়িতে ডাকাতি করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগপত্র দিয়েছে। ডাকাতির ঘটনায় তিন যুবকের সঙ্গে তৌহিদও গ্রেপ্তার হন।

তবে তৌহিদের দাবি, সন্দেহজনক হিসেবে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল, অভিযোগপত্রও দিয়েছিল। পরে এফিডেভিট করে মামলা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান জানান, ডাকাতি মামলা আপসযোগ্য নয়। তাই এফিডেভিটের কোনো মূল্য নেই।

সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের সামনে পিস্তলে গুলি ভরতে দেখা গেছে ছাত্রলীগের উপপাঠাগার সম্পাদক নাসিম আহমেদকে। তিনিও ছাত্রলীগ কর্মী সোহেল রানা হত্যা মামলার আসামি। এখন জামিনে আছেন। একইভাবে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে উপদপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমানকে। তিনি সোহেল হত্যা মামলার আসামি।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু হুসাইন বলেছেন, ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীদের হাতে পাইপগান ছিল। তাঁরা বেশ কয়েক দিন থেকে ক্যাম্পাসে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে এসে মহড়া দিচ্ছিল। সংঘর্ষের সময় তারা ব্যাপক অস্ত্র-গুলি ব্যবহার করেছে। ছাত্রলীগের নেতারা যে পিস্তল উঁচিয়ে হামলা চালান, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। শুধু বলেছেন, শিবিরই অস্ত্র চালিয়েছে। তবে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আশরাফুল আলম দাবি করেন, তাঁদের নেতা-কর্মীদের হাতে ইটপাটকেল ও গাছের ডাল ছাড়া আর কিছু ছিল না।

মামলা : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় শিবিরের ২১ জন নেতা-কর্মীকে আসামি করে মামলা হয়েছে। ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন বাদী হয়ে মঙ্গলবার রাতে মতিহার থানায় মামলাটি করেন।

গতকাল অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ক্লাস ও পরীক্ষা যথারীতি হয়েছে। উপাচার্য আবদুস সোবহান সংবাদ সম্মেলন করে আজকের ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ২৫ জন আহত হন। তবে শিবিরের দাবি, তাদের ছয়জন গুলিবিদ্ধসহ কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি শান্ত করতে গিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর। পুলিশ জানায়, মামলায় দলবদ্ধ হয়ে হত্যার উদ্দেশে মারামারি করে গুরুতর জখম করা এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এজাহারে শিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আশরাফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া, প্রচার সম্পাদক তোহাবুল হাসান ও দপ্তর সম্পাদক আরিফসহ ২১ জনের নাম দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিবিরকর্মী জাহাঙ্গীর হোসেন, শরীফুল ইসলাম, মোবারক হোসেন ও মোসাদ্দেক হোসেনের নামও এজাহারভুক্ত করা হয়েছে। এর বাইরে আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাত আরও ৪০-৫০ জনকে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মতিহার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মমিন সরকার বলেন, মঙ্গলবারের সংঘর্ষের ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

প্রগতিশীল ছাত্রজোট গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে। কিছুক্ষণ পর ছাত্রলীগও মিছিল বের করে। দুপুর একটার দিকে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে সহ-উপাচার্যের কার্যালয়ে যান। সেখানে উপাচার্য অবস্থান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ছাত্রসংগঠনের সহাবস্থান দাবি করেন। এদিকে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ এক বিবৃতিতে বলেছে, ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কোনোভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।